



120175 - কষ্ট থেকে মুক্তরি দোয়া করা উত্তম; নাকি ধৈর্য ধারণ করা?

প্রশ্ন

আল্লাহর কাছে কষ্ট থেকে মুক্তরি দোয়া করা কি জায়যে; নাকি উত্তম হলো ধৈর্য ধারণ করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কষ্ট থেকে মুক্তরি জন্য দোয়া করতে কোন আপত্তি নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি বলছেন: “তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার দোয়া কর।” [সহি বুখারী (৭২৩৭) ও সহি মুসলিম (১৭৪২)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া ছিল যখন তিনি কোন রোগীকে দেখতে যেতেন:

اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، فَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

(ওগো আল্লাহ, ওগো মানুষের প্রভু! আপনি কষ্ট দূর করে দেন। আপনি আরোগ্য দেন। আপনিই আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নাই। এমন আরোগ্য যা কোন রোগে রাখবে না)। [সুন্নেত তরিমযি (৩৫৬৫), আলবানী 'সহিত তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

উসমান বনি আবুল আস (রাঃ) এসে তার শরীরে ব্যথার অভিযোগ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আপনার শরীরে যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে আপনার হাত রাখুন তনিবার **بِسْمِ اللَّهِ** (বিসমিল্লাহ) বলুন এবং সাতবার বলুন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَازِرُ

(আমি যে অনিষ্ট পাচ্ছি ও যে অনিষ্টের আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর কাছে ও তাঁর কুদরতের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। [সহি মুসলিম (২২০২)]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নরিবাচতি বান্দা তথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে উল্লেখ করছেন যে, তারা তার কাছে রোগ



দূর হওয়ার জন্য দোয়া করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর স্মরণ করুন আইয়ুবকে; যখন তিনি তার প্রভুকে ডেকে বলছিলেন: কৃষতি আমাকে স্পর্শ করছে; আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দলাম।" [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৩-৮৪]

তিনি আরও বলেন: "আর স্মরণ করুন যুন-নুনকে (মাছওয়ালাকে); যখন তিনি প্রচণ্ড রগে প্রস্থান করলেন। তিনি ধারণা করছিলেন যে, আমরা তার ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। তারপর তিনি অন্ধকারসমূহে থেকে এই বলে ডাক দিলেন: আপনি ছাড়া কোনও সত্য উপাস্য নাই। আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান! নশিচয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা মুমনিদেরকে মুক্ত করে থাকি।" [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭-৮৮]

এবং এটিও সাব্যস্ত হয়েছে যে, যখন ইহুদী লাবীদ বনি আল-আ'সাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন প্রভুর কাছে দোয়া করছিলেন যাত্নে করে তিনি তাকে এই পরীক্ষা থেকে আরোগ্য করেন।

ইমাম মুসলিমি (২১৮৯) আয়শি (রাঃ) থেকে সংকলন করেন যে, তিনি বলেন: বনু যুরাইক্ব গোত্রের এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করছিল। সেই ইহুদীকে বলা হত: লাবীদ বনি আল-আ'সাম। তিনি বলেন: এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মনে হত যে, তিনি কোন কাজ করছেন; অথচ তিনি স্টেটি করনেন। এক পর্যায়ে এক দনি কথিবা এক রাত্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, আবার দোয়া করলেন, আবার দোয়া করলেন। এরপর বললেন: হে আয়শি! তুমি কি অনুভব করতে পরেছে: আমি যে বিষয়ে আল্লাহর কাছে ফতোয়া চয়েছি তিনি সেই বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন... হাদিসটির শেষে পর্যন্ত।

নববী বলেন:

রাসূলের বাণী: "এক পর্যায়ে এক দনি কথিবা এক রাত্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, আবার দোয়া করলেন, আবার দোয়া করলেন": অপছন্দনীয় কোন কিছু ঘটলে দোয়া করা, বারবার দোয়া করা এবং উত্তমরূপে আল্লাহর কাছে ধরণা দোয়া মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে এটি দলিল। [সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরস্কার হয়ে গেলে যে, বপিদ দূর করার জন্য দোয়া করা ও ধরৈয় ধারণ করার মধ্যযে কোন সংঘর্ষ নাই। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দোয়া করার ও তাঁর কাছে মনিত্তি করার নরিদশে দিয়েছেন। আমরা তাঁকে ডাকাটাই ইবাদত। তিনি বলেন: "তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি।" [সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

এবং তিনিই আমাদেরকে ধরৈয় ধরার নরিদশে দিয়েছেন এবং ধরৈয় ধারণ করলে অবারতি পুরস্কার দয়ার প্রতশিরুতিও



দয়িছেনে। তিনি বলনে: “তনি ধরৈয়শীলদরেকে তাদরে প্রতদিন বহেসিবে প্রদান করনে” [সূরা যুমার, আয়াত: ১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে ডেকেছেন। আর তিনি হিচ্ছনে ধরৈয় ধারণরে ক্ষত্রে সর্বাধিকি পরপূরণ বান্দা, আল্লাহর তাকদীররে প্রতি সর্বাধিকি সন্তুষ্ট ব্যক্তি। এটি প্রমাণ করে যে, দোয়া করাটা ধরৈয় ধারণ এর সাথে সাংঘর্ষিকি নয়। কনেনা ধরৈয় হচ্ছে: তাকদীর ও নয়তির প্রতি অসন্তুষ্টি ও আপত্তি তোলা থকে নিজেকে সংবরণ করা।

তাই কোন বান্দা সবররে ইবাদত ও দোয়ার ইবাদত একত্রে পালন করার ক্ষত্রে কোন প্রতবিন্ধকতা নহে। বরঞ্চ সটে অধিকি উত্তম ও সর্বাধিকি পরপূরণ। এবং এটি ছিল আমাদরে নবী মুহাম্মদরে অবস্থা।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যাতে করে তিনি আমাদরেকে দ্বীন জিঞ্ঞানে প্রজ্ঞা দনে।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞঃ।